শেষ রক্ষা হলোনা গাংনীর সিহাবের

মামলা থেকে বাঁচতে গার্মেন্টস কর্মী হয়েছিলেন সিহাব। প্রায় ৫ মাস আগে পাড়ি জমিয়েছিলেন ঢাকাতে। ঢাকার একটি গার্মেন্টেস ফ্যাক্টরিতে চাকুরীও নিয়েছিলেন তিনি।
পুলিশের দায়ের করা করা একটি গাঁজা মামলায় গত বুধবার ১৮ মে মেহেরপুর কোর্টে হাজিরা দিতে বাড়ি এসেছিলেন তিনি।
কোর্টে হাজিরা দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দুরপাল্লার বাসে করে আবারও কর্মস্থলে ফিরছিলেন সিহাব। পথিমধ্যে কুষ্টিয়ার বারমাইল নামক স্থানে শ্যামলী পরিবহনের ওই বাসটি একটি ক্রেনের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে সিহাব হোসেন মারা যান।
শ্যামলী পরিবহন (এনআর) এর সুপারভাইজার আলমগীর জানান, বারমাইল তেল পাম্পের কাছে আসা মাত্রই বিপরীত থেকে আসা একটি ক্রেনের সাথে সরাসরি ধাক্কা লাগে। এতে মারা যায় সিহাব হোসেন নামের ওই যাত্রী। সিহাব হোসেন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।
উল্লেখ্য, সিহাব হোসেন গাঁজাসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। এঘটনায় পুলিশ তার নামে মামলা দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করে। পরে সে এলাকা ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে একটি গার্মেন্টস কারখানায় চাকুরি নিয়ে প্রায় ৬ মাস ঢাকাতে বসবাস করছিলেন।

গাংনীতে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সাংস্কৃতি প্রতিযোগীতা

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২২ উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতি প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (১৮ মে) সকাল ১০ টার সময় গাংনী অডিটরিয়ামে এ

প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়।
প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার।
প্রতিযোগীতার বিষয় ছিল কেরাত, হামদ নাত, বিতর্ক, রচনা, হাতের লেখা, কবিতা অঅবৃতি উপস্থিত বক্তৃতা, দেশাত্ববোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, লোক সংগীত, জারী গাস, উচ্চা্গং নৃত্য ও লোক নৃত্য।
গাংনী মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২২ অঅয়োজন করে। এসময় সহকারী মাধ্যমিক অফিসার মনিরুল ইসলাম,
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সৈয়দ জাকির হোসেন, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী, জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ।
গাংনী উপজেলা সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ, প্রি-ক্যাডেট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বামন্দী নিশিপুর এন্ড কলেজ, বাওট সোলাইমানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসব প্রতিযোগীতায় অংশ নেন।
এসব অনুষ্ঠানে বিচারকের দায়ীত্বে পালন করেন বাংলাদেশ টেলিভিশন ও রাজশাহী বেতারের শিল্পী গোলাম আম্বিয়া, খুলনা বেতারের শিল্পী মাহবুবা আক্তার বিউটি, সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম, ও মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ইয়াবাসহ দুজন আটক

অভিযানে ২ জন আসামীকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এসময় ৮ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।
গত ২৪ ঘন্টার গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৮ পিচ ইয়াবাসহ এ দু

আসামীকে আটক করেছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম।
আটকদের আজ মঙ্গলবার (১৭ মে) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে বড় ভাইকে হত্যার চেষ্টা ছোট ভাইয়ের

পারিবারিক কলহের জের ধরে বড় ভাইকে প্রকাশ্যে দিবালোকে গলাকেটে করে হত্যার চেষ্টা করেছে ছোট ভাই।
ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের দাশপাড়া এলাকায় আজ মঙ্গলবার (১৭ মে) বেলা পৌণে একটার দিকে।
আহত জামাল উদ্দীন বাওট গ্রামের আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে ও হত্যার চেষ্টা কারী তার ছোট ভাই আলমগীর হোসেন।
আহত জামাল উদ্দীনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
পরিবারের লোকজন জানান, পরিবারিক কলহের জের ধরে জামাল ও আলমগীরের স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হয়। স্ত্রীদের মধ্যেকার ঝগড়া ঝাটি শেষ পর্যন্ত দুই ভাইয়ের মধ্যে গড়াই। পরে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ঘর থেকে ছুরি এনে বড় ভাইয়ে গলায় পোচ দেয় ছোট ভাই। এসময় সে ঠেকানোর চেষ্টা করলে হাতে, পিঠে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যায় সে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য নিয়ামত আলী সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন, আহত জামাল উদ্দীনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০২১-২২ অর্থ বছরে শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে এক কোটি ২১ লাখ টাকার টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি করে নিজের পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে। টেন্ডার কমিটির ৬ সদস্যের মধ্যে দুইজন সদস্য তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন।
এরা হলেন, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল হোসেন ও তৎকালিন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন। এছাড়া সিভিল সার্জন অফিসের চিকিৎসক ডাঃ ফয়সাল হারুনের স্বক্ষরও জালিয়াতি করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।
৬ সদস্যের টেন্ডার কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন, মেডিকেল অফিসার মারুফ হাসান, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফয়সাল হারুন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফেরদৌস পারভেজ।
তবে যদিও টেন্ডার প্রক্রিয়ার শুরুতেই হাসপাতালের আর.এম.ও ডাঃ মোহাম্মদ খোকন রেজার নাম ছিলো থাকলেও টেন্ডারের মাঝখানে তার নামটিও পরিবর্তন করে অন্য এক চিকিৎসককে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার বানিয়ে কমিটিতে নাম দেওয়া হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্যানুযায়ি ২০২১ সালের ২৩ আগস্ট গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২০২১-২২ অর্থ বছরের চিকিৎসা শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে পত্রিকায় একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। পরে ৯ জন ঠিকাদার টেন্ডার জমা দেন।

সেখানে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ঢাকার মেসার্স আইয়ান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, মেহেরপুরের জোহা এন্টার প্রাইজ, ঢাকার সাহিদা ট্রেডার্স ও মেসার্স আরিয়া ট্রেডার্সের সর্বনিম্ন ও সমদরের তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়

কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ রয়েছে, স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ঐ কর্মকর্তা তার পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাওয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

তবে, বিষয়টি নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর জাল নয় বলে দাবি করলেও পরে তিনি ভূল স্বীকার করে আর একটি কাগজ দেখান। যেখানে ঐ কমিটির দুইজন সদস্য হাসপাতালের কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ফেরদৌস পারভেজের স্বাক্ষর রয়েছে।
দাবি করা হয় দুই জনের স্বাক্ষর দিয়ে তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছেন। অন্য কেউ হয়তো ৬ জনের স্বাক্ষর করেছেন। দুই জনের স্বাক্ষর দিয়ে টেন্ডারের কাগজ পাঠানো যায় কিনা তার কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি তিনি।
সাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় ঐ টেন্ডার প্রক্রিয়া কমিটির সদস্য গাংনী উপজেলা এলজিইডি’র প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন বলেন, এ স্বাক্ষর আমার হতে পারেনা। কারণ আমি স্বাক্ষর করার পর তারিখের জায়গায় কখনই ডট ব্যবহার করিনা। তাছাড়া স্বাক্ষরটিও আমার সাক্ষরের সাথে মিল নেই। কেউ আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হুশিয়ারিও দেন তিনি।
ঐ কমিটির অপর সদস্য গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন বলেন, এপ্রিলের আগেই আমি গাংনী উপজেলা থেকে মুজিবনগর উপজেলায় বদলি হয়ে এসেছি। আর এ স্বাক্ষরও আমার করা নয়। আমার স্বাক্ষরের সাথে বেশ কয়েক জায়গায় অমিল রয়েছে।
কমিটির সদস্য ডাঃ ফয়সাল হারুন বলেন, দেখে মনে হচ্ছে এটি আমার স্বাক্ষর। তবে ১৬ এপ্রিল আমি কোন কাগজে স্বাক্ষর করেছি কিনা তা মনে করতে পারছিনা।
উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ভুল স্বীকার করে বলেন, আমার কাছ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দ্রুত কাগজটি চেয়েছিলো। আমি উপস্থিত দুইজনের স্বাক্ষর করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছি। তারপর কি হয়েছে আমার কিছুই জানা নেয়। শুধুমাত্র দুইজনের স্বাক্ষর করে এমন কাগজপত্র পাঠানো যায় কিনা এমন পশ্নের জবাবে কোন সদুত্তোর মেলেনি।
অন্যদিকে ডাঃ খোকন রেজাকে কেন কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঐ চিকিৎসক হাসপাতালে আবাসিক মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে বিনা ছুটিতে এক মাস উপস্থিত ছিলেননা। তাই তাকে না জানিয়ে কাজের সুবিধার্থে তার নাম বাদ দিয়ে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসারের নাম কমিটিতে রাখা হয়েছে।

সিভিল সার্জন ডাঃ জাওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। টেন্ডার প্রক্রিয়াটির বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের ব্যাপার। আমার কাছে কোন লিখিত অভিযোগ আসলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যাবস্থ্য গ্রহণ করবো।

৩২০ বস্তা ফিড জব্দ, কারখানা সীলগালা

গাংনী উপজেলার ইকুড়িয়া এইচবি ক্যাটল ফিড মিলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় সীলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। এসময় ক্যাটল ফিড মিলের মধ্যে থেকৈ বিভিন্ন কোম্পানীর ক্যাটল ফিডসহ ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান চালানোর সময় মিল মালিক হযরত আলী পলাতক ছিল।
আজ সোমবার (১৬ মে) দুপুরের দিকে এ অভিযান চালান তিনি।
এসময় গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দীন ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, এইচ বি ক্যাটল ফিড মিলে অবৈধভাবে পোলট্রি খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের কথা টের পেয়ে কারখানার মালিক হজরত আলী পালিয়ে যায়।
কারখানাটির প্রয়োজনীয় বৈধ কোন কাগজপত্র নেই। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর ফিড পাওয়া গেছে যা সম্পুর্ণ বেআইনী।
বিধায় ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করা ছাড়াও কারখানাটি সীলগালা করা হয়েছে। তলব করা হয়েছে কারখানার মালিককে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল শুরু

জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, শান্তির প্রতিক পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল শুরু হয়েছে।
পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহা উদ্দীন নাসিম এমপি ও প্রধান বক্তা খুলনা বিভাগীয় আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপিসহ সম্মেলনের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য আমিনুল আলম এমপি, পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা এমপি, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।
মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সঞ্চালনায়

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সম্মেলনের সভাপতি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল এমপি। সম্মেলনে উপস্থিত আছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ও পাশের জেলার আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ। মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা নগর উদ্যান মাঠে এ সমাবেশ চলছে।
উল্লেখ্য দীর্ঘ ৭ বছর পরে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলন (ভার্সচুয়্যাল)উদ্বোধন করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপি।

আশায় বাঁচে চাষা

আশায় বাঁচে চাষা। ঝড় ঝন্ডা সকল প্রতিকুল পরিবেশ অতিক্রম করে আমাদের খাদ্য যোগান দেন এই চাষারা। সারাদিন মাঠে মাঠে কাজ করে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরছেন কৃষক।
ছবিটি মেহেরপুরের গাংনীর উপজেলার ধলার মাঠ থেকে তোলা।
ছবি : আকতারুজ্জামান

গাংনীতে সাংবাদিক পিতার ইন্তেকাল

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও এশিয়ান টিভির গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি নুরুজ্জামান পাভেলের পিতা বিচার উদ্দীন মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় শত বর্ষ।

তার নিজ বাড়ি গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামে আজ সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মারা যান তিনি।

সাংবাদিক পাভেল জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। বাড়িতে রেখেই চলছিল তার চিকিৎসা সেবা।

আজ রোববার (১৫ মে) বেলা ২ টার সময় নামাজে জানাযা শেষে বাদিয়াপাড়া গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হবে। এদিকে সাংবাদিক পাভেলের পিতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন গাংনী উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন কেউ আসছেন, না কী পুরোনোরাই থাকছেন ?

দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল সভাপতি ও এম এ খালেক সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। আগামীকাল সোমবার (১৬ মে) দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হবে মেহেরপুর জেলা আওয়মীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল। এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। ইতোমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সম্মেলন শেষ হয়েছে। জেলা সম্মেলনকে ঘিরে একদিকে মেহেরপুর জেলায় নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নেতৃত্বের সমর্থনে ব্যানার-ফেস্টুন, বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে শহর জুড়ে। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পদ পদবীর সমর্থনে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন। বিভিন্ন নেতার অনুসারীরাও নিজ নিজ নেতার সমর্থনে ফেসবুকে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। গোটা জেলার নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। দলীয় প্রার্থী ছাড়াও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা গভীর আগ্রহে সম্মেলনকে নজরদারী করছেন। সম্মেলনে বর্তমান সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হিসেবে একাধিক নেতার নাম শোনা যাচ্ছে। এবারের সম্মেলনে কে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হবেন এ নিয়ে তৃণমূল থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে চলছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলছে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ চৌধুরী।
এছাড়া উপস্থিত থাকবেন প্রেসিডিয়াম সদস্য বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি, আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, পারভীন সুলতানা ঝর্ণা এমপি, কল্পনা এমপিসহ সহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।
কাউন্সিলে ভার্স্যুয়ালে যুক্ত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের

সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।
বর্তমান জেলা কমিটির নেতারা বলেছেন, আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের প্রতিযোগীতা থাকলেও কোনো গ্রপিং নেই। ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি উপহার দিতে চান। এজন্য সম্মেলনকে ঘীরে নানা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি পদে বর্তমান কমিটির সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদলুল এমপি হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবেই দেখছেন অনেকে। এছাড়া জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নানের নাম শোনা গেছে। সভাপতি প্রার্থী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান কমিটির বিগত দিনের সাংগাঠনিক কার্যক্রমের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, বর্তমান সভাপতি মন্ত্রীর দায়ীত্ব পালন করেছেন ঠিকমত। সাংগাঠনিক দায়ীত্ব পালন করেননি কখনো। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো সাংগাঠনিক কার্যক্রম দলীয় নেতা কর্মীদের চোখে পড়েনি বিগত দিনে। দলীয় কার্যক্রমের কোনো নিয়মনীতিরও তোয়াক্কা করেননি বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।
অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী আরও অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন পরে জেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিল হতে যাচ্ছে। এত বড় একটা কর্মসূচী। অথচ, এই কাউন্সিলকে সফল করার জন্য এখন পর্যন্ত জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তুতি সভা করেনি। কাউন্সিলকে সফল করতে বিভিন্ন উপকমিটি যেমন, খাদ্য উপ কমিটি, সংবর্ধণা উপকমিটিসহ আরও কয়েকটি উপকমিটি করার কথা। অথচ, জেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে কোনো ধরণের প্রস্তুতিই নেয়া হয়নি। তারপরেও কেন্দ্রীয় নেতারা আসছেন। তাদের বিষয়টি মাথায় রেখে এই ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে কালারফুল ও সফল করার জন্য আমরা নিজেরাই নানা ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি বলেন, আমি জেলা আওয়ামীলীগের দায়ীত্ব পালন করার সময় দলের সকল নিয়মনীতি পালন করে শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছি। এবার আমি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের দায়ীত্ব নিয়ে দেশ নেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করবো।
ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের সভাপতি প্রার্থী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান বলেছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ একটি দূর্বল ও ব্যর্থ কমিটি ছিল। বিগত দিনে কমিটির কোনো কার্যক্রম চোখে মেলেনি। এছাড়া কমিটিতে প্রতিমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের ১৭ জন এবং বিএনপি

জামায়াতের ৬ জন লোককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক কোনো কার্যক্রমও দৃশ্যমান ছিলনা। সেই ২০০৩ সালের কমিটির লোকজনকে নিয়েই আবার হতে যাচ্ছে জেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিল। কে সভাপতি ও সম্পাদক হবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দুটি মূলত আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার আস্থার উপর নির্ভর করে থাকে। নেত্রীর কাছে যারা আস্থাভাজন, তাদেরকেই জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়ীত্ব দেবেন তিনি।এক্ষেত্রে আমার সাংগাঠনিক কার্যক্রমের বিবেচনা করে আগামীতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগকে গতিশীল করতে আমাকে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়ীত্ব দেবেন বলে আমি মনে করি।
সাবেক মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু বলেছেন, জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান কমিটি দলীয় কোন্দলকে জিইয়ে রেখে দলের সাংগাঠনিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদক বিরোধী পক্ষকে দমণ পিড়নের চেষ্টা চালিয়েছে। বিগত জেলা পরিষদ নির্বাচন, মহাজনপুর, বাগোয়ান ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীদের বিপরীতে ভোট করেছেন প্রতিমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, তার বিরোধী হওয়ায় মেহেরপুর পৌর সভার উন্নয়নও থমকে দিয়েছেন তিনি।
জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রতিযোগীতা থাকবে। প্রতিহিংসা নই। একটি গ্রহণযোগ্য সম্মেলন উপহার দেবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এটা সকলে প্রত্যাশা করছেন। তিনি আরও বলেন, পদের জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে মতামত ব্যক্ত করছেন। দলের সভানেত্রী প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে সিদ্ধান্ত দেবেন সেটিই হবে।
বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম,এ খালেক ছাড়াও এপদে প্রার্থী হিসেবে শোনা যাচ্ছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য পত্নী লাইলা আরজুমান বানু।
জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেছেন, সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনটি উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সম্মেলন শেষ হয়েছে। আগামী ১৬ মে জেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে ঘিরে নেতা কর্মীদের মাঝে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমাদের মাঝে প্রতিযোগীতা রয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিহিংসা নেই। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সম্মেলনকে সফল করতে কাজ করে যাচ্ছি। সম্মেলনে

জনসংখ্যার ভিত্তিতে কাউন্সিলর নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান এম এ খালেক।
জেলা কমিটি কিভাবে গঠণ করা হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, কমিটি ভোটের মাধ্যমে হবে নাকি সমঝোতার ভিত্তিতে হবে তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং দলের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত জানাবেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামীলীগের কয়েক জন নেতা জানান, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপজেলা, পৌর, ও বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটির কাউন্সিলে প্রতিমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করতে পারলেও এবার জেলা কমিটির কাউন্সিলে করবেন কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ। সেক্ষেত্রে জেলা আওয়ামীলীগের কমিটি থেকে বাদ পড়তে পারেন সভাপতি ও সম্পাদক। আসতে পারেন নতুন মুখ।
কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম বলেন, বিগত সাত বছরে যে কমিটি মেহেরপুর জেলাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের রাজনৈতিক কোনো যোগ্যতা ছিলন। তারা মাত্র দুটি সভা করেছে। কিন্তু সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ২০১৪ সালে দুটি উপজেলার কমিটির কাউন্সিল করেছে। তাতেও প্রচুর অভিযোগ। ২০০৩ সালের সেই উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি দিয়ে ঠেলাগুজা করে এই কাউন্সিল করতে চাচ্ছেন বর্তমান কমিটি। জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান সভাপতি তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দায়ীত্ব পালন নিয়ে ব্যাস্ত। কোনো ধরণের সাংগাঠনিক কার্যক্রম না থাকায় জেলা আওয়ামীলীগ স্থবির হয়ে পড়েছে। তারা সরকারে থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করার কথা ভেবেছে। দলের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবেনি। তাই দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও অসম্প্রদায়ীক সমাজ গড়তে আমরা যারা ছাত্রলীগ করতাম আবারও মাঠে নেমেছি। নেতাকর্মী, কাউন্সিলর ও কেন্দ্রীয় নেতারা চাইলে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে চাই আমি। তিনি আরও বলেন বর্তমান জেলা আওয়ামীলীগের স্বজনপ্রীতি এবং আত্মীয়করণের ফলে দলের অনেক ত্যাগী নেতাকর্মী বাদ পড়ে যাওয়ায় বর্তমান কমিটি একটি দূর্বল কমিটিতে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনের যে চ্যলেঞ্জ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা আজকে দেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এজন্য একটি শক্তিশালী সংগঠণ প্রয়োজন। মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সম্মেলনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেবো এই আশা ব্যক্ত করছি।